সংবাদ সম্মেলন
১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ খ্রিঃ

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রাহ মাতুল্লাহ

শুভ বিকেল । ১৯৫২ সালের ভাষা শহীদের এই রক্তস্নাত মাসে উপস্থিত সকল সুধিজন কে জানাই আন্তরিক রক্তিম শুভেচ্ছা । ইলেকট্রোনিক, প্রিন্ট মিডিয়া, যোগাযোগ সকল গণ-মাধ্যমের সম্পাদক এবং সকল সম্মানিত প্রতিনিধিদের এই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে আমাদের বক্তব্য শোনার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি । ৫ আগস্ট ' ২০২৪ এর বিপ্লব পরবর্তী ২ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিঃ আমাদের এই সম্মেলন কক্ষে আমরা আমাদের এড হক কমিটির অবস্থান বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছিলাম । কোন প্রেক্ষাপট এবং কোন পরিস্থিতিতে আমরা এড হক কমিটি গঠন করেছিলাম তা আমরা প্রকাশ করেছিলাম । আজকে আমাদের এই সংবাদ সম্মেলনে আমরা আজকের প্রেক্ষাপট এবং আমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপন করবো ইনশাআল্লাহ ।

২। ১৯৫৫ সালে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে জাতীয় অর্থনীতিতে এই সমিতি ইতিবাচক ভুমিকা পালন করে আসছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনর্গঠন এবং পরিকল্পিত উন্নয়ন অর্থনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমিতি কার্যকরী ভুমিকা রেখেছে ।

৩। এই সমিতি যতদিন পর্যন্ত দলীয় লেজুড়বৃত্তির বাহিরে থেকে কাজ করতে সক্ষম ছিল ততদিন পর্যন্ত সমিতি তাঁর স্বকীয়তা বজায় রেখে সত্যিকার অর্থে পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করেছে এবং দেশের উন্নয়নে অগ্রণী ভুমিকা রেখেছে।

৪। ২০০৮ -২০২৪ সাল এই সমিতির সব চেয়ে কাল অধ্যায় । এই সময় জনাব ডঃ খলিকুজ্জামান, আবুল বারাকাত, জনাব জামালুদ্দিন, আইনুল ইসলাম ও হান্নানা বেগম গং এই সমিতিকে তাদের ব্যাক্তিগত ও রাজনৈতিক দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন ।

৫। এই সমিতির সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮ মে ২০২৪ খ্রিঃ । হ্যা , এটা নির্ভেজাল সত্য যে এমন ঐতিহাসিক নির্বাচন কোন সভ্য সমাজ কখন ও অনুশিলন, প্রত্যক্ষ এবং বাস্তবায়ন করে নি । এক অভিনব প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালনা হয়ে আসছিল বিগত ১৬/১৭ বছর যাবত – কেননা এছাড়া এই সংগঠনকে কুক্ষিগত করার আর ত কোন পদ্ধতি বা মাধ্যম কারো জানা ছিল না। দেখা গেছে বিগত কোন নির্বাচনেই কোন প্রতিদন্ধিতা অনুষ্ঠিত হয় নি এবং একক প্যানেলই নির্বাচনে তথাকথিত মতে বিনা প্রতিদন্ধিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। উদাহরণতঃ গত নির্বাচনের বিষয় উল্লেখ করলে বিষয়টি আরেকটু পরিষ্কার হবে । নির্বাচন তফশিলে বলা হয়েছিল " ১৭ মে ১২ ঘটিকার মধ্যে মনোনয়ন পত্র জমা দান ! " এবং পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৮ মে নির্বাচন ! এই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের জন্য মনোনয়ন জমা দানের স্থান খুঁজে বের করা ছিল প্রথম চ্যালেঞ্জ এবং একটি দুরূহ কাজ । এই স্থানে পৌঁছানর জন্য কোন দিক নির্দেশনা বা চিহ্ন সম্মেলন স্থলের কোথাও দৃশ্যমান ছিল না । সাধারণ সভা কেবল তৈল মর্দন আর প্রশংসা, এর বাইরে সাধারণ সদস্যদের কোন মতামত বা অধিবেশনে সম্পর্কিত কোন প্রস্তাবনা আলোচনার কোন সুযোগ রাখা হয় নি এবং পূর্বেও হত না । নির্বাচন উপলক্ষে কোন পরিচিতি সভা অনুষ্ঠান তাও ছিল উপেক্ষিত । যাতে কোন প্রার্থী বা প্যানেল কোন ভাবেই কোন পরিচিতি না পায় এবং যাতে কোন প্রতিযোগিতা হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি না হয় ।

৬। মনোনয়ন জমা দানের নির্ধারিত দিনে (অর্থাৎ ১৭ মে' ২০২৪) বেলা ১১.৩০ ঘটিকা নাগাত মাননীয় প্রধান অতিথি সম্মেলন স্থল ত্যাগ করেন । অতএব সহজেই বোধগম্য কত পরিকল্পিত ছকে তথাকথিত নির্বাচন সমূহ অনুষ্ঠিত হত।
৭। বিগত ১৬/১৭ বছর যাবত মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের নামে অপর পক্ষকে দমন করার কূট-কৌশল অবলম্বন করে এক অভিনব পদ্ধতিতে তাঁরা এই সমিতিকে কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন । তাদের ই প্রত্যক্ষ মদদে জঙ্গিবাদ দমনের নামে সারাদেশে দমন-পীড়ন ও অত্যাচারের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে ।

৮। জুলাই –আগস্ট বিপ্লব পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ১৪ আগস্ট' ২৪ আমরা এক সভায় মিলিত হই এবং ঐ ফ্যাসিস্ট এবং মাফিয়াদের সহায়তাকারী তথাকথিত সভ্য সমাজের প্রতিনিধি এবং নেতৃত্ব প্রদানকারীদের মুখোশ উম্মোচনের প্রত্যয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে ঐক্যমতে পৌঁছে তাদেরকে স্ব-সম্মানে পদত্যাগের জন্য আহবান জানাই । এরই ধারাবাহিকতায় ২৪ আগস্ট' ২৪ সমিতির কার্যালয়ের সামনে দৃশ্যমান দুইটি ব্যানার দিয়ে তাদের পদত্যাগের আহবান জানানো হয়।

৯। অতঃপর সমিতির কর্ণধারদের পক্ষ হতে আমাদের কাছে আলোচনার প্রস্তাব এলে আমরা ৭ সেপ্টেম্বর '২৪ তাদের সাথে সমিতির অফিসে আলোচনায় বসি । আমদের মূল বিষয় ছিল তাদের হাত থেকে সমিতিকে মুক্ত করা, সমিতিকে

রাহু মুক্ত করা । সভায় স্পষ্টত সিদ্ধান্ত হয় যে তাঁরা অর্থাৎ তাদের নির্বাহক কমিটি যেহেতু স্বৈরাচারের দোসর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, বিধায় তাঁরা ১ সপ্তাহের মধ্যে পদত্যাগ করে বৈষম্য বিরোধী অর্থনীতি সমিতির সদস্যদের সাথে আলোচনাক্রমে একটি এড হক কমিটি গঠন করবেন । ঐ সভায় আর ও সিদ্ধান্ত হয় যে গঠিত ঐ এড হক কমিটি সমিতির সংস্কারসহ যথা সম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি নির্বাচিত কমিটি উপহার দিবে ।

১০। কিন্তু তাঁরা তাদের অঙ্গিকার থেকে সরে আসেন এবং নানাবিধ ছল চাতুরির আশ্রয় নিয়ে সমিতির অফিস তালাবদ্ধ করে রাখেন । এইরুপ ঘোলাটে পরিস্থিতিতে সমিতির কার্যালয় তালাবদ্ধ থাকায় ৩০ সেপ্তেম্বর'২৪ সমিতি ভবনের নিচে পার্কিংএর স্থানে আমরা একটি সভা করে এড হক কমিটি গঠন করি । নানাবিধ প্রতিকুলতা পেরিয়ে আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের স্থানে ০২ নভেম্বর '২৪ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিস্তারিত বিষয়াবলী অবহিত করা হয় ।

১১। অর্থনীতি সমিতি যেখানে দেশের সার্বিক বিষয়াবলী, বর্তমান বিশ্বায়ন ধারায় নিজেদের টেকসই উন্নয়নের সহযাত্রী করার পদক্ষেপ , অর্থনৈতিক গতিধারা বজায় রাখা , মূল্যস্ফীতি রোধে করণীয় , জন মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়াতে করণীয়, বেকারত্ব দূর করতে করণীয় – বর্জনীয় পদক্ষেপ , তারুল্য সংকট উত্তরণের উপায়, রপ্তানি আয় বাড়াতে পদক্ষেপ , অর্থনৈতিক সামগ্রিক সংকট মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, দেউলিয়া ব্যাঙ্কিং খাত কে উদ্ধারের উপায় নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করা আবশ্যক , সেখানে পরিতাপের বিষয় কিছু ব্যাক্তির গোষ্ঠী স্বার্থ প্রতিহত করতে গিয়ে সমিতি তাঁর মুল্যবান সময়কে কাজে লাগাতে পারছে না ।

১২। ইতোমধ্যে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে এবং হচ্ছে । ০৯ নভেম্বর '২৪ থেকে এই সমিতি আবার ও সেই স্বৈরাচারীদের প্রত্যক্ষ মদদে কিছু তথাকথিত বিজ্ঞজনদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার চেষ্টা করা হয় । আপনারা জেনে অবাক হবেন ০২ নভেম্বর '২৪ আমাদের সংবাদ সম্মেলনে যিনি প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন তিনি আবার ও আরেকটি কমিটির জন্ম দেন । দেখা যায় , ০৭ জানুয়ারী '২৫ " বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যক্রম ও দায়িত্ব হস্তান্তর চুক্তি পত্র " এই ক্যাপশনে দুই পক্ষের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে । চুক্তির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে উপস্থাপন করা সমীচীন মনে করি ঃ " দ্বিপাক্ষিক এসব আলোচনাকালে অর্থনীতি সমিতির গঠনতন্ত্রের বিধানবলে একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য সমাধান এবং সমিতির অন্তর্বর্তীকালীন কমিটিতে সাম্প্রতিক সময়ে অরাজকতা-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী , বেআইনি কার্যক্রম পরিচালনাকারি ও সমিতির ভাবমূর্তি বিনষ্টকারী অবৈধভাবে গঠিত তথাকথিত এডহক কমিটির কোনো সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত না করার বিষয়ে উভয়পক্ষ একমত হন । স্বাক্ষরকারী ১ম পক্ষ জনাব ডঃ কাজী খলিকুজ্জামান আহমদ (সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ-৩ জনেই স্বাক্ষর করেছেন) এবং ২য় পক্ষে স্বাক্ষরকারী অধ্যাপক ডঃ মাহবুব উল্লাহ (ও সদস্য সচিব) ।
১৩। এই তথাকথিত কমিটি পর্যালোচনায় ৩/৪ জন সদস্যদের নাম না বললেই নয়

এদের পরিচয় নিয়ে নূতন কিছু বলার নেই ।

১৪। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমরা যারা এই সমিতিকে স্বৈরাচারের দোসরদের থেকে মুক্ত করতে প্রত্যক্ষ ভুমিকা রাখলাম আমরা হয়ে গেলাম অপাংক্তেয়, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী , বেআইনি কার্যক্রম পরিচালনাকারি । অর্থাৎ তাদের ভাষায় স্বৈরাচার বিরোধী আন্দলনের অংশিজনরা নৈরাজ্যকারি । বড় বিচিত্র আমাদের চরিত্র ।

১৫ । বিবৃত এই পরিস্থিতিতে গত ১২ ফেব্রুয়ার্য'২৫ সকল বিবেক সম্পন্ন রাজনৈতিক, বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট সকলের পরামর্শ ও সহযোগিতায় অর্থনৈতিক সমিতির কার্যালয়ে আমাদের দায়িত্ব গ্রহনে সমর্থ হই । আমাদের প্রত্যাশা আমরা সকল অংশিজনের যুক্তি গ্রাহ্য পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা নিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই সমিতিকে গতিশীল করতে এবং একটি অংশগ্রহণ মুলক নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নূতন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হব । আমাদের এই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে মনোযোগের সাথে আমাদের কথা শোনায় আপনাদের সবার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা । আল্লাহ আমাদের সহায় ।

সৈয়দ মাহবুব-ই-জামিল
সাধারণ সম্পাদক
এডহক কমিটি
১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ খ্রিঃ